দৈনিক কাগজ

তারিখ ... 10 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫ ...

18

কর্মি সংখ্যা বাড়ানোর কৌশল হিসেবে

জামাত পরিচালনা করছে ২৫৬টি মাদ্রাসা ৮২টি কিন্ডারগার্টেন, ৩২টি স্কুল-কলেজ

নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিস ঃ দলীয় কর্মি ও সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে জামাত-শিবির নতুন কৌশল হাতে নিয়েছে। জামাত তাদের ক্যাডার সৃষ্টির জন্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল-কলেজ স্থাপন করে যাচ্ছে অনবরত। বর্তমানে সারাদেশে জামাতের সমর্থক এনজিও দাতা সংস্থা এবং নিজস্ব নেতা-কর্মিদের তৈরি ৫ শতাধিক মসজিদ, ২৫৬টি মাদ্রাসা, ৮২টি কিন্ডারগার্টেন, ৩২টির বেশি স্কুল-কলেজ রয়েছে বলে জানা গেছে। এর বাইরে জামাত বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় নিয়মিত অনুদান এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের নগদ অর্থ, লজিং দিয়ে সহযোগিতা করছে। জামাত কৌশলের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। জামাতের তৈরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাধ্যতামূলকভাবে তাদের নিজস্ব প্রকাশনীর বইসমূহ পড়ানো হয়। এসব বইতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিভিন্ন লেখা রয়েছে। যা কোমলমতি শিশু কিশোরদের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

অভিযোগে প্রকাশ, জামাতের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র শিবির করা বাধ্যতামূলক। গোলাম আযম সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়া হয়, গোলাম আযম ইসলামী আন্দোলনের নেতা। অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী নরঘাতকদের সম্পর্কেও একই ধারণা দেয়া হয়। জামাত মাদ্রাসাসমূহকে তাদের সবচেয়ে যোগ্য ঠিকানা মনে করে। কারণ মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে অধিকাংশের কাজ করার কিছুই নেই। তারা মসজিদ মাদ্রাসায় চাকরি নিয়ে ফতোয়া দিয়ে বেঁচে থাকে। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যবসার প্রতিষ্ঠান হিসেবে জামাত সবার পছন্দ। যার কারণে মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্যে জামাতের প্রচারণা হচ্ছে আল্লাহর পথে আসতে হলে জামাতে যোগ দিন। নরসিংদী গাবতলী মাদ্রাসা নিউজ এন্ড ফিচার সার্ভিসের পক্ষ থেকে পরিদর্শন করতে গিয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। মাওলানা সৈয়দ কামাল উদ্দিন জাফরী নামের একজন রাজাকার এই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি জামাতের টিকিটে নির্বাচন করেছেন। এলাকায় বড় হুজুর নাম নিয়ে তিনি প্রভাব খাটিয়ে থাকেন। সন্ত্রাসের দায়ে একাধিকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। মাওলানা জাফরি নির্দেশ দিয়েছেন গাবতলী মাদ্রাসায় যারা পড়বে তাদেরকে জামাত-শিবির করতে হবে। নচেৎ বেত মেরে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেয়া হয়। অভিযোগে প্রকাশ, ঢাকাতে জামাত অথবা ছাত্র শিবিরের কোনো কর্মসূচি থাকলে এই মাদ্রাসা থেকে বাসভর্তি করে ছাত্রদের ঢাকায় আনা হয়। অধ্যক্ষ নিজেই তা তত্ত্বাবধান করেন। এমনকি স্বাধীনতার স্বপক্ষের কোনো সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। জামাতের কেন্দ্রিয় নেতা দাবিদার এই অধ্যক্ষের তৎপরতা নরসিংদীবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সারাদেশে জামাত-শিবিরের অন্যান্য মাদ্রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি একই। এমনকি পবিত্র মসজিদকেও নিজস্ব খেয়াল খুশি মতো তারা ব্যবহার করছে। চট্টগ্রাম কোর্ট কলোনী ৬ নম্বর মসজিদের ইমাম এই মসজিদকে জামাতের অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহার করেন বলে অভিযোগে প্রকাশ। কোর্ট কলোনী ৬ নম্বর মসজিদের ইমাম '৭১-এ একজন রাজাকার ছিলেন। চট্টগ্রামে জামাতের পরিচালনায় ২৩টি কিন্ডারগার্টেন রয়েছে। ফুলকুড়ি নামের একটি শিশু কিশোর সংগঠনের তৎপরতাও ভয়াবহ। ঢাকাতে জামাতের শিশু শিক্ষালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।